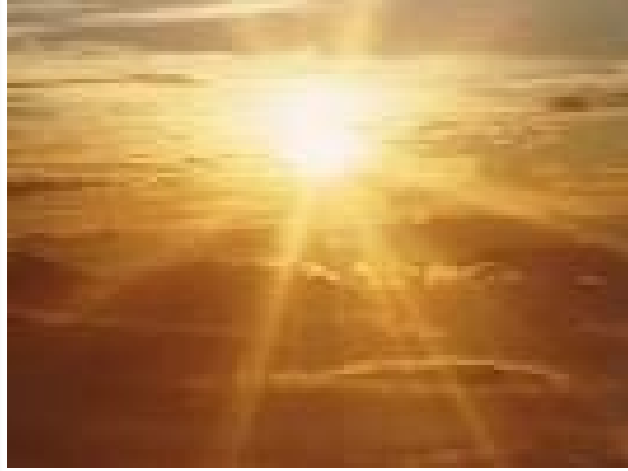


আওয়াল ওয়াক্তে যুহরের স্বলাত



সংকলনে

আব্দুল ক্বাইয়ুম

প্রকাশনায় :

ফিরোজ বুক হাউস

৯৭৩৪৪৮৩৩৮৭



লেখকের অন্য বই
বাইবেলের আলোকে খ্রীষ্টধর্ম



পীস লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বই ও ক্যাসেট সমূহ :-

বই

১. বাইবেলের আলোকে খ্রীষ্টধর্ম
আব্দুল ক্বাইয়ুম,
২. আওয়াল ওয়াক্তে যুহরের স্বলাত
আব্দুল ক্বাইয়ুম,
৩. প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফিতর ও উশর
মুহাম্মদ নোমান আলি

ক্যাসেট

১. পীস লাইব্রেরীর লেকচারস্ অডিও
লেখকচারার :- আব্দুল ক্বাইয়ুম
২. মতিউর রহমান মাদানীর ৫০০ লেকচারস্ অডিও
৩. ইসলামিক অডিও লেকচারস্
আব্দুর রাজ্জাক বিন ইফসুফ, আসাদুল্লাহ আল-গালিব,
আব্দুল হামীদ মাদানী
৪. ইসলামিক সংগীত অডিও
কণ্ঠ ও রচনায় :- আলহেরা শিল্পি গোষ্ঠী
এছাড়াও বেশকিছু অডিও এবং ভিডিও লেকচারস্
পীস লাইব্রেরী থেকে প্রকাশ করা হয়।

Website :

www.peacelibrary.wapka.mobi
www.youtube.com/peacelibrary
www.fb.com/abdulqaiyum.peacelibrary
E-mail : peacelibrary1@gmail.com

Help line: 9732 624 906

AWAL WAKTE ZUHRER SWALAT**Collection :- Abdul Qaiyum**

প্রকাশনায়

পীস লাইব্রেরী

সেখপুর, ভাসাইপাইকর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

Website

www.peacelibrary.wapka.mewww.fb.com/abdulqaiyum.peacelibrarywww.youtube.com/peacelibraryE-Mail :- peacelibrary1@gmail.com

Mobile :- 9732 624 906

নির্ধারিত মূল্য :- ১০ টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ :- জানুয়ারী ২০১৪ ইসায়ী

পৌষ- ১৪২০ বঙ্গাব্দ

সফর- ১৪৩৫ হিজরী

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ☆

যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কি রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান, অধ্যায় নং- ১০, অনুচ্ছেদ নং- ৯, হাদীস নং- ৬১৫, সহীহ মুসলিম, কিতাবুস স্বলাত, অধ্যায় নং- ৪, অনুচ্ছেদ নং-২৮ হাদীস নং- ৮৬৭+৪৩৭)



সংকলনেঃ-
আব্দুল ক্বাইয়ুম

اؤیماؤ

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد:

نماز ايك اهم عبادت هے شريعت نے نماز كو حقنى اهميت دى هے وقنى اهميت كسى عبادت كو نهى دى۔ نماز كى حفاظت كرنے، وقت پر ادا كرنے، اس ميں خشوع خضوع كرنے كى قرآن و حديث ميں بهت تاكيد آى هے خصوصاً اول وقت ميں نماز ادا كرنے كو افضل اعمال ميں سے قرار ديا گيا هے۔ پھر نماز ظہر كو اول وقت ميں ادا كرنے كى خصوصى احاديث، كتب حديث ميں صحیح سند كے ساتھ موجود هے۔ ليكن مغربى بنگال اور اس كے متصل جھاركھنڈ اور بهار كے بعض علاقوں ميں ظہر كو اول وقت سے تاخير كر كے ادا كى جاتى هے۔ پتہ نهى ان حضرات كے پاس اس كى دليل كيا هے؟

عام طور پر ديکھا جا رہا هے كه فجر، عصر، مغرب اور عشاء كى نماز تو وقت هوتے هى ادا كر ليتے هى ليكن نماز ظہر كو وقت هونے كے ڈيڑھ گھنٹہ بعد پڑھتے هى۔ اگر كوئى دليل ميں كهے كه ظہر كو ابراد كر كے پڑھنے كا حكم هے تو پھر سوال هوگا كه ابراد صرف گرمى ميں هونى چاهئے ليكن ديکھا يہ جارها هے كه سال بھرتاخير سے پڑھى جاتى هے۔

دوسرى بات يہ هيكه همارے هندوستان اور بنگلہ ديش ميں جس وقت ظہر كا وقت شروع هوتا هے اس وقت دھوپ ميں تپش كم هوتى هے اور جيسے جيسے وقت گزرتا جاتا هے دھوپ كى تپش بڑھتى جاتى هے۔ اور ظہر كى نماز تپش ميں واقع هو جاتى هے يعنى اس طرح سے ظہر كو ڈيڑھ گھنٹہ تاخير كر كے ادا كرنے سے ابراد نہ هو كر تپش ميں نماز ادا هوتى هے۔ اسلئے ابراد كے بهانے سے اسے تاخير كرنا غلط هے۔ خلاصہ يہ هيكه جس طرح چاروں اوقات كى نمازوں كو وقت هوتے هى ادا كر ليتے هى ٹھيك اس طرح ظہر كى نماز كو بهى وقت شروع هوتے هى ادا كر لینا چاهئے۔

اس سلسلے ميں بھائى عبدالقيوم صاحب حفظہ اللہ نے ايك كتاب لکھا هے جس كا نام هے اول وقت ميں ظہر كى صلوٰۃ جسے ميں نے شروع سے آخر تيك بغور پڑھا انہوں نے اپنے موضوع كو صحیح احاديث

اؤپهار

تھكے

نام.....
آرام.....
پوؤ:.....
آانا.....
جؤلؤ.....
پين نمبر.....

آرتى

سؤئهر.....
نام.....
آرام.....
پوؤ:.....
آانا.....
جؤلؤ.....
پين نمبر.....

-كے اؤي بھيؤ اؤپهار سؤرؤپ دؤؤؤا هؤئل۔

آوڱال وڱاڱٽو ڀوهرور سڙلاٲ
ڪو ڱوالو سو ملل لڪها سو اور موضوع كو بخوبى واضح كر ديا سو۔ اس ڪتاب كو هر مسلمان كو مطالعو كرنا
چاهئو اور اس ڀر عمل كرنا چاهئو۔
الله تعالى هم سب كو جزائو خير سو نوازو اور همين اور تمام مسلمانو كو قرآن و حديث ڀر عمل كرنو
كى توفيق دعو۔ آمين

والسلام

ابو طاهر بن عزيز الرحمن سلفى

استاد

جامعو اسلاميه سلفيه عبد الله ڀور، صاحب گنج، جهار كهڻڏ

و ناظم

ضلعى جمعيت اهل حديث صاحب گنج، جهار كهڻڏ

٢٠١٣/١٠/١٢ء

٥ ذوالحجه ١٤٣٢ھ

آوڱال وڱاڱٽو ڀوهرور سڙلاٲ

بسم الله الرحمن الرحيم

اٲٲمٲوئر انوباد

بسم اللهاه رهمانير رهم

ينلال هامدا ليللاه وڱاها، وڱاسسلاٲو وڱاسسالام آالا ماللا
ناٲياٲا باآادا آامما باآاد -

سڙلاٲ اڪاٲي ڱورٲڀورڱا اٲبادٲ، شريٲوٲو سڙلاٲ ائر يٲٲا ڱورٲڀو
دوڱا هوٲوٲو ڪوئ اٲبادٲ ائر ٲٲٲا ڱورٲڀو دوڱا هوٲوٲو۔ سڙلاٲو
يٲٲوان هوڱا، समयمٲ آدائى ڪرا اٲوڱ ځوسوڱڱور ساٲو آدائى ڪرار باڱ
ٲاڪيد ڪرا هوٲوٲو ڪورآن و هاديسو۔

ځاس ڪرو آوڱال وڱاڱٽو سڙلاٲ آدائى ڪراڪو اٲٲي اٲٲم آامل
بلا هوٲوٲو۔ آٲار ڀوهرور سڙلاٲ آوڱال وڱاڱٽو آدائى ڪرار هاديسو،
سهي ساناڊور ساٲو هاديسو ڪيٲابو اٲٲوٲو ريوٲوٲو۔ ڪيسٲ ڀسٲمباٲلا
ٲار ڀارشبٲي راجو باڱڱاڱا اٲوڱ بيهارور اٲٲاڪاڱش اٲلاڪاي ڀوهرور
سڙلاٲ آوڱال وڱاڱٽو ڱوٲوٲو ڊور ڪرو آدائى ڪرا هوٲوٲو۔

جانينا اڊور نيكٲ ڪي ڊليل ريوٲوٲو۔

ساڀارڱ باٲو ڊوٲا ياٲوٲو فयर، آاسر، ماڱريرب، ايشا اٲي ڇار وڱاڱٽور
سڙلاٲ समय هوٲوٲو آدائى ڪرو نوڱا هوٲوٲو، ڪيسٲ ڀوهرور سڙلاٲ समय
هوڱار ڀراي ڊوڱ ڱنٲا ڀرو آدائى ڪرا هوٲوٲو۔

يڊي ڪوٲو ڊليل ڊيوٲو بلاو (ڀوهرور سڙلاٲ) ٲاڱا ڪرو آدائى ڪرار
هڪوم اسوٲوٲو، ٲاهلو آٲار ڀرڱ آاسرو اٲوٲو ڱرمرر समय ٲاڱا ڪرو
آدائى ڪرار هڪوم اسوٲوٲو، ڪيسٲ ڊوٲا ياٲوٲو ساراٲوٲر ڊوري ڪرو آدائى
ڪرا هوٲوٲو۔

ڊريٲي ڪٲا اٲي يو، آامادرر هيندوستان و باٲلاڊسوٲو يو समय ڀوهرور
سڙلاٲ ڱرو هو يو سوئ समय رويڊور ٲاڀ ڪم ٲاڪو، آار يوئمن يوئمن समय
ڱٲ هو رويڊور ٲاڀ باڱٲوٲو ٲاڪو، اٲيٲابو ڊوڱ ڱنٲا ڊوري ڪراي ٲاڱا
سमय نا هوٲو آٲار ٲاڀور समय آدائى هوٲوٲو۔ اٲي ڱنٲ ٲاڱار باهانا ڪرو
اڪو ڊوري ڪرو آدائى ٲيڪ نوي۔ مودا ڪٲا هوٲوٲو اٲي يو، समय هوٲوٲو يوٲابو

চার ওয়াক্তের স্বলাত আদায় করা হয়, ঠিক সেই রকমই সময় হলেই যুহরের স্বলাত আদায় করা উচিত।

এই বিষয়ে ভাই আব্দুল ক্বাইয়ুম সাহেব হাফেযাছল্লাহ্ একটি বই লিখেছেন যার নাম “আওয়াল ওয়াক্তে যুহরের স্বলাত” যাহা আমি গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি। তিনি নিজের বিষয়কে সহীহ হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে লিখেছেন, এবং ভালোভাবে বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়েছেন। এই বইটি প্রত্যেক মুসলিমকে পড়া দরকার এবং তার উপর আমল করা উচিত। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকল মুসলিমকে কুর’আন ও হাদীসের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

‘আমিন’

ওয়াস সালাম

আবু তাহির বিন আযিযুর রহমান সালাফী
শিক্ষক

জামেয়া ইসলামিয়া সালাফিয়া,
আব্দুল্লাহপুর, সাহেবগঞ্জ, ঝাড়খন্ড
নাভেম

জেলা জমশ্দিতে আহলে হাদীস,
সাহেবগঞ্জ, ঝাড়খন্ড,
১২/১০/২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ
৫ জুলহিজ্জা, ১৪৩৪ হিজরি।

সূচীপত্র

১. ভূমিকা	২
২. নির্ধারিত সময়ে স্বলাত আদায় করা আবশ্যিক	৪
৩. সঠিক সময়ে স্বলাত আদায় করার মর্যাদা	৪
৪. নির্ধারিত সময় হতে দেরিতে স্বলাত আদায় করে তার হক্ক নষ্ট করা	৫
৫. ঈশার স্বলাত দেবী করে আদায় করাই উত্তম	৬
৬. যুহর স্বলাতের আওয়াল ওয়াক্ত	৮
৭. ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী যুহরের স্বলাতের আওয়াল ওয়াক্ত	৯
৮. বর্তমানে আমাদের যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় হচ্ছে কি ?	১০
৯. যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করার খাস দলীল	১১
১০. মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে দূরত্ব ও মাগরিবের স্বলাতের পূর্বে দুই রাকাত স্বলাতের গুরুত্ব	১২
১১. সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া	১৩
১২. ইমাম ওয়াক্ত মোতাবেক স্বলাত আদায়ে বিলম্ব করলে	১৫
১৩. একটি সংশয় ও তার জবাব	১৮
১৪. পীস লাইব্রেরী	২০
১৫. প্রাপ্তিস্থান	২১

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি মুহাম্মদ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে আমাদের মডেল হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং তার অনুসরণ করা অপরিহার্য করেছেন। তাঁরই প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ।

“আওয়াল ওয়াক্তে যুহরের স্বলাত” বইটি বর্তমান পরিস্থিতি কে সামনে রেখে লিখা হয়েছে।

যদিও এর পূর্বে আমি এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখে মাসিক সরল পথ পত্রিকার ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ও ৫ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ২০১২ তে প্রকাশ করেছিলাম। পরে আরও কিছু তথ্য সংযোজন করে বই আকারে প্রকাশ করা হল। ফালিল্লাহিল হামদ। এ বিষয়ে যেমন আমি প্রবন্ধ ও বই লিখেছি তেমনি এ বিষয়ে আমি জুমুয়ার খুৎবা ও ভিডিও লেকচার্স ও দিয়েছি। সেগুলো ইন্টারনেটেও ছাড়া হয়েছে। ডাউনলোড করতে হলে আমাদের ওয়েবসাইট www.peacelibrary.wapka.me লগইন করতে হবে।

এই বইয়ে প্রত্যেকটা হাদীস পূর্ণ রেফারেন্স সহ উল্লেখ করা হয়েছে, কোন্ অধ্যায়, কোন্ অনুচ্ছেদ, অধ্যায় নং অনুচ্ছেদ নং সহ উল্লেখ করা হয়েছে যাতে রেফারেন্স গুলো মিলাতে কারো সমস্যা না হয়। এতে যে কোন ভাষায় অনুবাদ করা কিম্বা মূল গ্রন্থের সাথেও মিলাতে সহজ হবে। আমরা সহীহ মুসলিমের রেফারেন্সে দুই রকম হাদীস নং দিয়েছি যেমন ১৮৩৮+ ৮৩৭ যদি সহীহ মুসলিমে হাদীসগুলো প্রত্যেকটার আলাদা ক্রমিক নং থাকে তাহলে প্রথম নং এর সাথে মিলবে, যদি বিভিন্ন রাবির বর্ণনা করা হাদীসগুলো একই ভাবার্থ হওয়ার কারণে একটা হাদীস ধরা হয় তাহলে দ্বিতীয় নং এর সাথে মিলবে। যদি এই বইয়ের কোন তথ্য কারো নিকট ভুল মনে হয়, তাহলে সঠিক তথ্য পূর্ণ রেফারেন্স সহ আমাদের জানাবে, যদি আমার মৃত্যুর পর উহা প্রমাণিত হয় তাহলে জেনে রাখবে আল্লাহর অহি অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসই হচ্ছে আমার মত ও পথ।

আমাদের এই বই “আওয়াল ওয়াক্তে যুহরের স্বলাত” যে কেউ বা যে কোন প্রতিষ্ঠান কোন পরিবর্তন ছাড়াই ছবাহ ছাপাতে বা অনুবাদ করে ছাপাতে পারেন, এতে আমাদের পূর্ণ অনুমতি দেওয়া রইল।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল কর, যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুউমিনগনকে ক্ষমা করো। (আমীন)

বিনীত

আব্দুল ক্বাইয়ুম

পীস লাইব্রেরী ১৮/০৮/২০১৩ ঈসাব্দী।



নির্ধারিত সময়ে স্বলাত আদায় করা আবশ্যিক

মহান আল্লাহ বলেন, **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا** “মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য স্বলাত কয়েম করা নির্ধারিত সময়ে”।

(সূরাহ : নিসা ৪/১০৩ আয়াত)

এই আয়াতে স্বলাতকে তার যথা সময়ে পড়ার তাকীদ করা হয়েছে। এখানে স্বলাতকে সময়ের আগে পিছে করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যারা এ ব্যাপারে উদাসীন তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

☆ **فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** ☆

“সুতরাং দুর্ভোগ সেই স্বলাত আদায় কারীদের, যারা তাদের স্বলাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা (স্বলাত আদায়) করে”।

(সূরাহ মাউন ১০৭/৪-৬ আয়াত)

তফসীর আহসানুল বায়ানে ক্ষতিগ্রস্ত স্বলাত আদায়কারীদের কিছু অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল, যথা সময়ে স্বলাত আদায় না করা। (তফসীর আহসানুল বায়ান, সূরাহ মাউন ১০৭/ ৫ আয়াতের ব্যাখ্যা)

সঠিক সময়ে স্বলাত আদায় করার মর্যাদা

☆ **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَ**

☆ **الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَ**

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে প্রশ্ন করলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, সময় মত স্বলাত আদায় করা। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান-১ “আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল” অনুচ্ছেদ ৩৬, হাদীস নং- ১৫৩+৮৫, সহীহুল বুখারী, স্বলাতের সময় সমূহ, অধ্যায় ৯ “সঠিক সময়ে স্বলাত আদায়ের মর্যাদা” অনুচ্ছেদ ৫, হাদীস নং- ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, সহীহ আবুদাউদ, কিতাবুস স্বলাত ২, “স্বলাত সমূহের হিফায়ত করা” অনুচ্ছেদ ৯, হাদীস নং ৪২৬, সহীহ তিরমিযী, কিতাবুল মাওয়াকিতিস স্বলাত-২, প্রথম ওয়াক্তের ফযীলাত, অনুচ্ছেদ ১৫, হাদীস নং-১৭০, মিশকাত কিতাবুস স্বলাত-৪, অধ্যায় নং-২, হাদীস নং-৬০৭)

☆ **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً لَوْ قُتِلَ بِهَا إِلَّا خَيْرَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ** ☆

আইশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দুবার কোন স্বলাত শেষ ওয়াক্তে আদায় করেন নি। এমন কি এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তুলেননি। (সহীহ তিরমিযী, ঐ, অধ্যায় ২ ঐ’ অনুচ্ছেদ ১৫, হাদীস নং- ১৭৪, মিশকাত, কিতাবুস স্বলাত ৪, অনুচ্ছেদ নং ২, হাদীস নং- ৬০৮)

ইমাম শাফিঈ বলেন, প্রথম ওয়াক্তে স্বলাত আদায় করা খুবই ভাল। কারণ রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আবু বাকার ও উমার (রাযিঃ) প্রথম ওয়াক্তেই স্বলাত আদায় করতেন। তা হতে প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্তের শেষ সময়ের উপর প্রথম সময়ের ফযিলত রয়েছে। বেশী ফযিলতের জিনিস তাঁরা গ্রহণ করতেন, তাঁরা ফযিলত পূর্ণ কাজ ছেড়ে দেননি। প্রথম ওয়াক্তে স্বলাত আদায় করাই ছিল তাঁদের আমল।

(সহীহ তিরমিযী, ঐ অধ্যায় ২, ঐ অনুচ্ছেদ ১৫)

নির্ধারিত সময় হতে দেরীতে স্বলাত আদায় করে তার হক্ক নষ্ট করা

☆ **عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيَعْتُمْ فِيهَا** ☆

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আজকাল কোন জিনিস সে অবস্থায় পাই না, যেমন নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর যুগে ছিল। প্রশ্ন করা হল, স্বলাতও কি? তিনি বলেন, সে ক্ষেত্রেও যা হক্ক নষ্ট করার তা-কি তোমরা করোনি? (সহীহুল বুখারী, স্বলাতের সময় সমূহ, অধ্যায়-৯, “নির্ধারিত সময় হতে দেরীতে স্বলাত আদায় করে তার হক্ক নষ্ট করা” অনুচ্ছেদ নং ৭, হাদীস নং-৫২৯)

☆ **قَالَ سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدَمِشْقٍ وَهُوَ يَكِي فَقُلْتُ مَا يُكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَذُ ضَيَعَتْ.**

যুহরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দামেশকে আনাস ইবনু মালিক (রাযি) -এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কোন বিষয়টি কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)- এর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র স্বলাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু স্বলাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

(সহীহুল বুখারী, ঐ অধ্যায়-৯, ঐ অনুচ্ছেদ-৭, হাদীস নং-৫৩০)

ঈশার স্বলাত দেরী করেই আদায় করা উত্তম

প্রত্যেক স্বলাত সময় শুরু হলেই আদায় করা উত্তম তবে শুধু মাত্র ঈশার স্বলাত এর ব্যতিক্রম, কেননা খাস ঈশার স্বলাত দেরী করে আদায় করা প্রসঙ্গে একাধিক দলিল বর্ণিত হয়েছে। যা নিচে উল্লেখ্য করা হল :-

প্রথম দলীলঃ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ ☆

আবুহুরাইরা (রাযিঃ) আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে ঈশার স্বলাত রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধ রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম।

(সহীহ তিরমিযী, কিতাবুল মাওয়াকিতিস স্বলাত-২, ঈশার স্বলাত দেরী করে আদায় করা' অনুচ্ছেদ নং-১২, হাদীস নং- ১৬৭, তাহক্বীক মিশকাত, কিতাবুস স্বলাত-৪, অধ্যায় নং-২, হাদীস নং-৬১১)

দ্বিতীয় দলীলঃ

وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءُ

আবু বারযা (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ঈশার স্বলাত একটু বিলম্বে আদায় করাকে পছন্দ করতেন।

(সহীহুল বুখারী, স্বলাতের সময় সমূহ, অধ্যায় নং-৯, 'ঈশার স্বলাতের পর গল্প গুজব করা মাকরুহ, অনুচ্ছেদ নং- ৩৯, হাদীস নং- ৫৯৯, ৫৪১, ৫৪৭, সহীহ মুসলিম, মসজিদ ও স্বলাতের স্থান সমূহ, অধ্যায় নং-৫, অনুচ্ছেদ নং-

৪০, হাদীস নং ১৩৬২+৬৪৭, তাহক্বীক মিশকাত, কিতাবুস স্বলাত-৪, অধ্যায় নং-২, হাদীস নং-৫৮৭)

তৃতীয় দলিলঃ-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوُ مِائَةِ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوا مَقَاعِدَ كُمْ فَآخِذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَآخِذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَانْكُمْ لَمْ تَزَلُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتُمْ بِتَنْتَظِرْتُمْ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ☆

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সাথে “ঈশার স্বলাত আদায় করলাম। সেদিন তিনি প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর স্বলাতের জন্য বের হয়ে আসেন এবং বলেন : তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর। সুতরাং আমরা নিজের জায়গায় অবস্থান করলাম। অতঃপর তিনি বলেন : ইতোমধ্যে অনেকেই ঈশার স্বলাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ স্বলাতের জন্য অপেক্ষমান থাকলে, ততক্ষণ তোমাদেরকে স্বলাত আদায় করী হিসাবে গন্য করা হয়েছে। দুর্বলের দুর্বলতা এবং রুগির রুগ্নতার আশংকা না থাকলে আমি অবশ্যই এ স্বলাত অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতাম।

(সহীহ আবুদাউদ কিতাবুস স্বলাত-২, “ঈশার স্বলাতের ওয়াক্ত” অনুচ্ছেদ নং-৭, হাদীস নং-৪২২)

চতুর্থ দলিল :-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الشُّكُونِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ أَبْقَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَتَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ صَلَّى فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا فَقَالَ اغْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ ☆

আসিম ইবনু হুমাইদ আস-সুকুনী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি মোয়ায ইবনু জাবাল (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছেন, আমরা ঈশার স্বলাতের জন্য নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর প্রতীক্ষায় ছিলাম। তিনি আসতে এতটা বিলম্ব করলেন যে, কেউ কেউ ধারণা করল, হয়ত তিনি বের হবেন না। আবার কেউ এরূপ মন্তব্য করল যে, হয়তো তিনি (ঘরে) স্বলাত আদায় করে ফেলেছেন। আমাদের এসব আলোচনার এক পর্যায়ে নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বের হয়ে এলেন। অতঃপর লোকেরা যা কিছু বলাবলি করছিল, তা তাকেও বলল। তিনি বললেন : তোমরা এই (ঈশার) স্বলাত বিলম্ব আদায় করবে। কারণ এ স্বলাতের মাধ্যমে অন্য সকল জাতির উপরে তোমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে কোন জাতি এ স্বলাত আদায় করেনি।

(সহীহ আবুদাউদ, কিতাবুস স্বলাত-২, ঐ অনুচ্ছেদ-৭, হাদীস নং-৪২১, তাহকীক মিশকাত কিতাবুস স্বলাত- ৪, অধ্যায় নং- ২, হাদীস নং- ৬১২) ইমাম তিরমিযী বলেন, বেশির ভাগ সাহাবা, তাবেঈন, ও তাবা - তাবেঈন ঈশার স্বলাত দেরীতে আদায় করা পছন্দ করেছেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক এ অভিমত গ্রহন করেছেন।

(সহীহ তিরমিযী-অধ্যায় নং-২, অনুচ্ছেদ নং-১২)

শুধু তাই নয় সহীহ মুসলিমে একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করা হয়েছে যার নাম, “ঈশার সময় ও তাতে বিলম্ব করা” এই অনুচ্ছেদে এক দড়জোনের বেশী অর্থাৎ ১৪ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন সূত্রে।

(সহীহ মুসলিম, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থান সমূহ, অধ্যায় নং-৫, “ঈশার সময় ও তাতে বিলম্ব করা” অনুচ্ছেদ-৩৯, হাদীস নং-১৩৪৩ থেকে ১৩৫৬ +৬৩৮ থেকে ৬৪৪)

যুহর স্বলাতের আওয়াল ওয়াক্ত

ঈশার স্বলাত ব্যতীত সকল স্বলাতই আউয়াল ওয়াক্তে (সময় শুরু হলেই) আদায় করা উত্তম যা পূর্বে দলিল পেশ করা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে আমাদের এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করছেন, তাই যুহরের আওয়াল ওয়াক্ত সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

প্রথম দলিল :-

☆ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ
জাবির ইবনু সামুরা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত। সূর্য ঢলে পড়লে বিলাল (রাযিঃ) যুহরের স্বলাতের আযান দিতেন। (সহীহ আবুদাউদ, কিতাবুস স্বলাত-২, “যুহর স্বলাতের ওয়াক্ত, অনুচ্ছেদ -৪, হাদীস নং-৪০৩)

দ্বিতীয় দলিল :-

☆ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ
জাবির ইবনু সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ সূর্য হলে পড়লেই নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যুহরের স্বলাত আদায় করতেন। (সহীহ মুসলিম মসজিদ ও স্বলাতের স্থান সমূহ, অধ্যায় নং-৫, “প্রচন্ড রোদ না হলে যুহরের স্বলাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করা মোস্তাহাব” অনুচ্ছেদ নং- ৩৩, হাদীস নং-১৩০৫+৬১৮)

ঘড়ির হিসাব অনুযায়ী যুহরের স্বলাতের আউয়াল ওয়াক্ত

আমাদের ধুলিয়ান এলাকার পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের চিরস্থায়ী সময় তালিকা অনুযায়ী যেটা রচনা করেছেন জামিয়া সালাফিয়া বেনারস এর যোগ্যতম মোদাররিস শাইখ আবু ওবাইদা আব্দুল মঈদ বেনারসী, যে সময় তালিকাকে আমাদের এলাকায় ফলো করা হয় রমযান, রমযান ছাড়া সবসময়। সেই চিরস্থায়ী তালিকা অনুযায়ী যুহর স্বলাতের সময় হচ্ছে :-

জানুয়ারী-	১১ টা ৪২ থেকে ১১ টা ৫২ মিনিটে শুরু।
ফেব্রুয়ারী-	১১ টা ৫৩ থেকে ১১ টা ৫২ মিনিটে শুরু।
মার্চ-	১১ টা ৫২ থেকে ১১ টা ৪৪ মিনিটে শুরু।
এপ্রিল-	১১ টা ৪৩ থেকে ১১ টা ৩৭ মিনিটে শুরু।
মে-	১১ টা ৩৬ থেকে ১১ টা ৩৭ মিনিটে শুরু।
জুন-	১১ টা ৩৭ থেকে ১১ টা ৪৩ মিনিটে শুরু।
জুলাই-	১১ টা ৪৩ থেকে ১১ টা ৪৫ মিনিটে শুরু।
আগস্ট-	১১ টা ৪৫ থেকে ১১ টা ৪০ মিনিটে শুরু।
সেপ্টেম্বর-	১১ টা ৩৯ থেকে ১১ টা ২৯ মিনিটে শুরু।

অক্টোবর- ১১ টা ২৯ থেকে ১১ টা ২৩ মিনিটে শুরু।
 নভেম্বর- ১১ টা ২৩ থেকে ১১ টা ২৮ মিনিটে শুরু।
 ডিসেম্বর- ১১ টা ২৮ থেকে ১১ টা ৩৮ মিনিটে শুরু।
 তাহলে দেখলেন যুহরের সময় শুরু হচ্ছে ১২ টার আগেই।

বর্তমানে আমাদের যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় হচ্ছে কি ?

পূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পারলেন যুহর স্বলাতের সময় শুরু হচ্ছে ১২ টার পূর্বেই। অর্থাৎ কখনও ১১ টা ২৩ মিনিটে কখনও ১১ টা ৫২ মিনিটে। আর যুহর স্বলাতের মোট সময় ৩ ঘন্টা থেকে ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

সময়কে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়,

১. আওয়াল ওয়াক্ত। ২. মধ্য ওয়াক্ত। ৩. শেষ ওয়াক্ত।

যদি যুহরের ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময় কে তিন ভাগ করেন তাহলে প্রত্যেক ভাগে পড়ছে ১ ঘন্টা ৫ মিনিট করে।

(১) আওয়াল ওয়াক্ত : ১ ঘন্টা ৫ মিনিট। (২) মধ্য ওয়াক্ত : ১ ঘন্টা ৫ মিনিট। (৩) শেষ ওয়াক্ত : ১ ঘন্টা ৫ মিনিট। মোট ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট। যখন যুহর স্বলাতের সময় শুরু হচ্ছে ১১ টা ২৩ মিনিটে তখন আওয়াল ওয়াক্ত ১ ঘন্টা ৫ মিনিট ধরে যুহরের আওয়াল ওয়াক্ত থাকছে ১২ টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত। তাহলে কেউ যদি ১২ টা ২৮ মিনিটের মধ্যে তার যুহরের স্বলাত আদায় করতে পারে তাহলে তার যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তের মধ্যে পড়বে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে ১১ টা ৩০ মিনিটে আযান দিয়ে ১১ টা ৪৫ মিনিটে জামাত শুরু করা। যেমন দলিল বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَادْنَا ثُمَّ اقْئِمَا وَلْيُؤْمِكُمَا أَكْبَرُكُمَا

মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক সঙ্গী নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর কাছে গেলাম। যখন আমরা তাঁর নিকট থেকে ফিরতে চাইলাম তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, স্বলাতের সময় হলে আযান দিবে এবং তারপর একামত বলবে অর্থাৎ স্বলাত আদায় করবে।

(সহীহ মুসলিম, মাসজিদ ও স্বলাতের স্থান সমূহ, অধ্যায় নং-৫, “ইমামতির জন্য বেশী যোগ্য কে? অনুচ্ছেদ-৫৩, হাদীস নং ১৪৩৮+৬৭৪)

কিন্তু আফসোস আমাদের এলাকায় যুহরের স্বলাতের জামাত হচ্ছে ১ (এক) টায় কিম্বা পোনে একটায়। যা আওয়াল ওয়াক্ত থেকে অনেক দূরে।

যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করার খাস দলিল

আমরা পূর্বেই জেনেছি আওয়াল ওয়াক্তে স্বলাত আদায় করার গুরুত্ব কত। কিন্তু তা জেনেও আমরা যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করছি। কিন্তু এই স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করার ব্যাপারে খাস রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলে গিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي

النَّهْجِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ☆

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন.....যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফাযীলাত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত.....।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান-১০, অনুচ্ছেদ নং-৯, হাদীস নং- ৬১৫, সহীহ মুসলিম কিতাবুস স্বলাত-৪, অনুচ্ছেদ নং-২৮, হাদীস নং- ৮৬৭+৪৩৭)

আর এখানেই শেষ নয় ইমাম বুখারী সহীহুল বুখারীতে একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন যার নাম দিয়েছেন, “প্রথম ওয়াক্তে যুহরের স্বলাতে যাওয়ার মর্যাদা” এটি সহীহুল বুখারী ১০নং অধ্যায়ের ৩২নং অনুচ্ছেদ।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলি! তাহলে বুঝলেন এত স্পষ্ট দলিল থাকা সত্ত্বেও যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা হচ্ছে না। কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে আসর স্বলাতের সময় যেমন শুরু হল তেমনি আযান দিয়ে স্বলাত আদায় করা হচ্ছে। আবার অনেক মসজিদে দেখা যাচ্ছে মাগরিবের আযান দিয়েই স্বলাত শুরু করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে মাগরিবের সময় অল্প দেরী করলে সময় চলে যাবে এগুলো বলে তারা মাগরিবের আগে দুই রাকাত স্বলাত আদায় করার ও সুযোগ দিচ্ছে না। আবার অনেকে মনে করে মাগরিবের আগে স্বলাত নাই, আবার অনেকে মাগরিবের পূর্বের ২ রাকাত স্বলাতকে নতুন ফিতনা নতুন হাদীস বলে মনে করে। তাই আসুন দেখার চেষ্টা করি মাগরিবের পূর্বে স্বলাত আছে কি না? এবং মাগরিব আযান ও ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটা।

মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে দূরত্ব ও মাগরিবের স্বলাতের পূর্বে দুই রাকাত স্বলাতের গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ أَذْنَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল মুযানী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যে স্বলাত রয়েছে। একথা তিনি ৩ বার বললেন, (তারপর বললেন) যে চায় তার জন্য। (সহীহুল বুখারী কিতাবুল আযান-১০, আযান ও ইকামতের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, অনুচ্ছেদ নং-১৪, হাদীস নং-৬২৪। (সহীহ মুসলিম অধ্যায় নং-৭, অনুচ্ছেদ নং-২৪, হাদীস নং-১৮৩৯+৮৩৮)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَدَّيْنَا الْمُؤَذِّنَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيْتُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا ☆

আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায়ে ছিলাম। মুআযযিন মাগরিবের স্বলাতের আযান দিলে তারা তাড়াহুড়া করে স্তম্ভের নিকট গিয়ে ২ রাকাত স্বলাত আদায় করতেন। এমন কি কোন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে অধিক সংখ্যক স্বলাত আদায়কারীর কারণে তার মনে হতো যে, (ফারয) স্বলাত শেষ হয়ে গেছে।

(সহীহ মুসলিম অধ্যায় নং-৭, মাগরিবের (ফারয) স্বলাতের পূর্বক্ষণে দু'রাকাত পড়া মুস্তাহাব, অনুচ্ছেদ নং-২৩, হাদীস নং-১৮৩৮+৮৩৭। সহীহুল বুখারী, ঐ অধ্যায়, ঐ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং-৬২৫)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ ☆

আব্দুল্লাহ মুযানী (রাযিঃ) সূত্রে নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে স্বলাত আদায় করবে; লোকেরা এ আমলকে সুন্নাতে (মুআক্কাদা) হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, এই কারণে তৃতীয় বার তিনি বললেন, এ তার জন্য যে ইচ্ছা করে। (সহীহুল বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ ১৯, মাগরিবের (ফরয এর) পূর্বে স্বলাত, অনুচ্ছেদ-৩৫, হাদীস নং-১১৮৩)

সম্মানিত পাঠক মন্ডলি তাহলে বুঝতে পারলেন যে, মাগরিবের পূর্বে স্বলাত ও মাগরিবের আযান ও ইকামতের ব্যবধান এবং এটাও দেখলেন যে, ইমাম বুখারী এই বিষয় গুলোতে অনুচ্ছেদ কায়ম করেছেন সহীহুল বুখারীতে।

কিন্তু আরো দুঃখের কথা যারা যুহরের স্বলাতকে আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করে না, তারাই আবার তাড়াহুড়া করে মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত স্বলাত আদায়ের সুযোগ দেয়না, আবার ফজরের আযান সময় হওয়ার পূর্বেই দিয়ে থাকে। তাই সময় শুরুর পূর্বে আযান প্রসঙ্গে আলোচনা উল্লেখ করা হল :-

সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيَنَادِيَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ☆

তাদের করণীয় কী ?

ইমাম ওয়াক্ত মোতাবেক স্বলাত আদায়ে বিলম্ব করলে

এখন যারা এই বই পড়ার পর প্রথম ওয়াক্তে যুহরের স্বলাত আদায় করতে চাইবেন তারাতো সমস্যায় পড়বেন, কেননা সমাজে ১২টা ৪৫মিনিটে বা ১ টায়, হানাফী মসজিদে ১টা ৩০মিনিটে যুহর স্বলাতের জামাআত করার অভ্যাস আছে। এমন পরিস্থিতিতে হকু পছন্দী ভাইয়েরা কি করবেন যারা আওয়াল ওয়াক্তে স্বলাত আদায় করতে চান।

তাদের প্রথম কর্তব্য গোত্র নেতাদের বোঝানো, যারা সমাজে নেতৃত্ব দেয় তারা সোজা হলেই কাজ হয়ে যাবে। তাদেরকে যথেষ্ট বোঝানোর পরও তারা যদি মানতে রাজি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিনা আযানেই আওয়াল ওয়াক্তে স্বলাত আদায় করে নিবে। যদিও স্বলাত আদায় কারী একজনই হয়। তাছাড়া সময় হলেই স্বলাত আদায় করে নিতে হবে। দেরী করে স্বলাত আদায় করলে বড় জামাআত হবে এই আশায় আওয়াল ওয়াক্ত পার করা অনুচিত। কেননা রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর হাদীস,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قُتِلَتْهَا فَإِنْ أَدْرَكَتْهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ ☆

আবুযার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে বললেন, তুমি যদি এমন ইমামের অধীনস্থ হয়ে পড়ো যে উত্তম সময়ে স্বলাত না আদায় করে দেরী করে আদায় করবে তাহলে তুমি কী করবে? আবু যার বলেন - একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম (হে আল্লাহর রসূল) এরূপ অবস্থায় পতিত হলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ করছেন? রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

ইবনু উমার (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা বিলাল (রাযিঃ) সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিলেন। নাবী(স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাকে পুনরায় আযান দেওয়ার স্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন, জেনে রাখ (বিলাল) আযানের সময় সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। (সহীহ আবুদাউদ, কিতাবুস স্বলাত-২, ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া অনুচ্ছেদ-৪১, হাদীস নং-৫৩২)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يَقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ

قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَ عُمَرُ

নাফি (রহঃ) বলেন, উমার (রাযিঃ) এর মাসরুহ নামক এক মুয়ায্বিন ছিল। একদা তিনি সুবহে সাদিকের পূর্বেই আযান দিলে উমার (রাযিঃ) তাকে (পুনরায় আযান দেওয়ার) নির্দেশ দিলেন.....তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। (সহীহ আবুদাউদ, ঐ অধ্যায়, ঐ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং-৫৩৩)

সম্মানিত পাঠক মন্ডলি! তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া চলবে না। কিন্তু তার পরেও দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মসজিদে ফজরের আযান ৫ থেকে ১০ মিনিট আগে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে এদের কি বলবেন এরা কি অজানা বশত এগুলো করছে? না জেনে শুনে করছে? এক দিকে যুহরের স্বলাতকে খুব বিলম্ব করে আদায় করছে, অন্যদিকে মাগরিবের ফরয স্বলাতের পূর্বে দু'রাকাত স্বলাত আদায় করার সুযোগ দিচ্ছে না। আবার এদিকে ফযরের সময়ের পূর্বে আযান দিয়ে বসে আছে। এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, সমাজে দুই ধরনেরই লোক রয়েছে, অনেকে জেনে করছে, অনেকে না জেনে করছে। সে যেই কারণে হোক না কেন তবে আমি বহু মসজিদে এ প্রসঙ্গে জুমুআর খুতবা দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। তবে কিছু মসজিদে সঠিক সময়ে স্বলাত চালুও হয়েছে। এবং কিছু মসজিদতো প্রথার উপর অটল কিন্তু সেই মসজিদে এমন কিছু মুসল্লি থাকতে পারে যারা চায় সঠিক সময়ে স্বলাত আদায় করতে। এমন পরিস্থিতিতে

তুমি উত্তম সময়ে স্বলাত আদায় করে নেবে। তারপরে যদি তাদের সাথে অর্থাৎ ইমামের সাথে জামা'আতে স্বলাত পাও তাহলে তাদের সাথেও আদায় করবে, সেটা তোমার জন্য নফল বলে গণ্য হবে।

(সহীহ মুসলিম, মসজিদ ও স্বলাতের স্থান সমূহ, অধ্যায়-৫, নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে স্বলাত আদায় মাকরুহ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদী কি করবে" অনুচ্ছেদ- ৪১, হাদীস নং- ১৩৬৫+৬৪৮, সহীহ আবুদাউদ, কিতাবুস স্বলাত-২, ইমাম ওয়াক্ত মোতাবেক স্বলাত আদায়ে বিলম্ব করলে, অনুচ্ছেদ-১০, হাদীস নং- ৪৩১)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لَغَيْرِ مِيقَاتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُونِي أَنْ أَذْرِكُنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سَبْحَةً.

(আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন) রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে বলেছেন, যখন তোমাদের উপর এমন শাসকের আবির্ভাব ঘটবে যারা বিলম্ব করে স্বলাত আদায় করবে তখন তোমরা কী করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আমার জন্য আপনার নির্দেশ কী? তিনি বললেন, তুমি নির্ধারিত সময়ে স্বলাত আদায় করবে। আর পুনরায় তাদের সাথে আদায়কৃত স্বলাতকে নফল হিসেবে ধরে নিবে।

(সহীহ আবুদাউদ, ঐ অধ্যায়, ঐ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং-৪৩২)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمْرَاءُ تُشْغِلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ الصَّلَاةِ لَوْ قَتَلُوا يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلَّى مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ

উবাদা ইবনুস সামিত (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে বলেছেন: অচিরেই আমার পরে তোমাদের উপর এমন শাসকদের আগমন ঘটবে কর্মব্যস্ততা যাদেরকে নির্ধারিত সময়ে স্বলাত আদায় হতে বিরত রাখবে, এমনকি স্বলাতের ওয়াক্ত চলে যাবে। অতএব তখন তোমরা নির্ধারিত সময়ে স্বলাত আদায় করে নিবে।

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমি কি ঐ স্বলাত পুনরায় তাদের সাথেও আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে আদায় করতে পার।

(সহীহ আবুদাউদ, ঐ অধ্যায়, ঐ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং-৪৩৩)

আমাদের বিশ্বাস উক্ত স্পষ্ট হাদীস জানার পর কোন ইমাম, আলেম, মুরব্বী ও সমাজ নেতাদের পক্ষে 'সমাজ' 'জামাআত' কিংবা বেশী বেশী ফযীলতের দোহাই দিয়ে স্বলাতের সময়কে পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

তারপরও অধিকাংশ মুসলিমের আক্বীদা হল বড় জামাআতে স্বলাত দেরীতে পড়লেও ফযীলত বেশী হয়। উক্ত আক্বীদার লোকেরা কী ফরয স্বলাতকে তাদের অধীন করে ফেলেনি? আর এ কারনেই রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আবু যার (রাযিঃ) কে নির্দেশ দিয়ে বললেন, হে আবু যার! তুমি যথা সময়ে স্বলাত আদায় করে নিবে।

এখানে আর একটি বিষয় হচ্ছে, নির্ধারিত সময়ে স্বলাত আদায় করার সহীহ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) সহীহ মুসলিমে একবার নয়, দুইবার নয়, সাতবার বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন সনদে অকাট্য প্রমাণ করার জন্য।

এক্ষণে দেরী করে স্বলাত আদায় কারীগণ বড় জামাআতের ঢের ফযীলতের যতই হাদীস বর্ণনা করুক, আর জামা'আত ত্যাগ করলে তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হাদীস পাঠ করুক, মূলত দেরীতে স্বলাত আদায় কারীদের জামা'আত ত্যাগ করে আওয়াল ওয়াক্তে একা স্বলাত আদায় করাই উত্তম আমল হবে। তবে যেখানে সঠিক সময়ে স্বলাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় সে জামা'আত ত্যাগ করে কখনই একা স্বলাত আদায় করা যাবে না।

পরিশেষে বলি, যারা সঠিক সময় স্বলাত আদায় করেন, একমাত্র তাঁরাই স্বলাতের অধিনস্থ, আর যারা স্বলাতকে নিজের মনমত অধীন করে নিয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ আমাদের সকলকেই পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী আওয়াল ওয়াক্তে স্বলাত আদায়ের তাওফীক দান করুন।

একটি সংশয় ও তার জওয়াব

কিছু লোক মনে করে যুহরের স্বলাত সূর্যের প্রখর তাপ কমলে তবেই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আদায় করতে বলেছেন, সুতরাং কিভাবে ১২ টা পোনে ১২ টায় যুহরের স্বলাত আদায় সম্ভব ?

এই সংশয়ের জবাব দেওয়ার পূর্বে আমরা মূল দলিল তুলে ধরব যেখান থেকে মানুষের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ لِلظَّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَنَى التَّلْوَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ☆

আবু যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সফরে আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় মুয়াযযিন যুহরের আযান দিতে চেয়েছিল। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন : গরম কমতে দাও। কিছুক্ষণ পর আবার মুয়াযযিন আযান দিতে চাইলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) (পুনরায়) বললেন : গরম কমতে দাও। এভাবে তিনি (স্বলাত আদায়ে) এতো বিলম্ব করলেন যে, আমরা ঢিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন : গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ হতে। কাজেই গরম প্রচন্ড হলে উত্তাপ কমার পর স্বলাত আদায় করো।

(সহীহুল বুখারী, স্বলাতের সময় সমূহ, অধ্যায় নং-৯, সফর কালের গরম কমে গেলে যুহরের স্বলাত আদায়, অনুচ্ছেদ নং-১০, হাদীস নং-৫৩৯ সহীহ মুসলিম, মসজিদ ও স্বলাতের স্থান সমূহ অধ্যায় নং-৫, তীব্র গীম্বের সময় তাপ ঠান্ডা হয়ে আসলে যুহর আদায় করা মুস্তাহাব, অনুচ্ছেদ-৩২, হাদীস নং-১২৯৬+৬১৫)

*** প্রথম জবাব ৪-** আরবের মরু এলাকায় উত্তপ্ত বায়ু ও মরু ঝরের কারণে সেখানে প্রচন্ড গরম দেখা দিত। তাই কখনও কখনও যুহরের স্বলাত কিছুটা বিলম্বে আদায় করতেন। কিন্তু আমাদের দেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ,

তুলনামূলক ভাবে ঠান্ডা। তাই এখানে সব সময় আওয়াল ওয়াক্তে স্বলাত আদায়ে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু অতি দুঃখের কথা কি অতি গরম কি ঠান্ডা আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মাসজিদে আওয়াল ওয়াক্ত বাদ দিয়ে সবসময় ওয়াক্ত হয়ে যাবার অনেক পরে স্বলাত আদায় করে আওয়াল ওয়াক্তের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। (সহীহুল বুখারীর- ৫৩৯ নং হাদীসের টিকা, প্রকাশনায় তাওহীদ পাবলিকেশন্স বাংলাদেশ, যেটার বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা করেছেন ১৮ জন বিশিষ্ট আলিম)

*** দ্বিতীয় জবাব ৪-** তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াই হয় যে, আমাদের দেশেও উক্ত হাদীসের উপর আমল করতে হবে, তাহলে ধূখু খরার মৌসুমে প্রোযজ্য, সারা বছর নয়। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য আমাদের দেশে ১২ মাসই ১ টা পোনে ১ টা, হানাফি মসজিদে ১ টা ৩০ মিনিতে স্বলাত শুরু হয়। যা উক্ত হাদীসের খেলাপ।

*** তৃতীয় জবাব ৪-** আমাদের ঝাড়খন্ড, বিহার, বাংলা এবং বাংলাদেশে যেমন রোদ, এতে যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তেই আদায় করতে হবে, দেবী করে আদায় করার কোন সুযোগ নেই। কেননা-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ☆

আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচন্ড গরমের সময়ও আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সাথে (যুহরের) স্বলাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ যখন (প্রচন্ড গরমের কারণে সাজদাহর সময়) কপাল মাটিতে স্থাপন করতে পারতো না, তখন সে কাপড় বিছিয়ে তার ওপর সাজদা করতো।

(সহীহ মুসলিম, মসজিদ ও স্বলাতের স্থানসমূহ, অধ্যায়-৫, প্রচন্ড রোদ না হলে যুহরের স্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব, অনুচ্ছেদ-৩৩ হাদীস নং- ১৩০৮+৬২০)



পীস লাইব্রেরী

সেখপুর, ভাসাইপাইকর, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

**সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই লাইব্রেরীর
সদস্য হওয়া যায়।**

এখান থেকে বই নিয়ে গিয়ে অথবা লাইব্রেরীতে বসে পড়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়াও এখানে কিছু বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এবং অমুসলিমদের জন্য কুরআন মাজীদ অন্যান্য বই, পুস্তক, ম্যাগাজিন, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এছাড়াও পীস লাইব্রেরী থেকে মেমোরি কার্ড, পেনড্রাইপ ফ্রীতে লোড করে দেওয়া হয় এবং মাঝে মধ্যে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিলি করা হয়। তাছাড়া ও পীস লাইব্রেরীর ওয়েবসাইট www.peacelibrary.wapka.me এর মাধ্যমে অনলাইনে বই পড়া হয় ও অডিও-ভিডিও বই পুস্তক ফ্রী ডাউনলোড করা হয়।

এখন পীস লাইব্রেরীর ওয়েবসাইট ২০ টির ও বেশী ভাষায় সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। তাই বিশ্বের যে কোন ব্যক্তিরই যে কোন জায়গা থেকে পীস লাইব্রেরীর সাথে যুক্ত থাকা সহজ হয়ে যায়।

তাই আমরা সবাইকে পীসলাইব্রেরীর সাথে যুক্ত থাকার আহ্বান জানাই।

পরিচালক-
পীস লাইব্রেরী



১। পীস লাইব্রেরী

সেখপুর, ভাসাইপাইকর, মুর্শিদাবাদ, ৯৭৩২ ৬২৪ ৯০৬

২। ফিরোজ বুক হাউস

জিগরী মোড়, মুর্শিদাবাদ। ৯৭৩৪৪৮৩৩৮৭

৩। দ্বীনি কম্পোজ সেন্টার

পুরাতন ডাকবাংলা মোড়, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

৯৭৪৯৭৯৫৫৭৫ / ৯৫৯৩১৬৪৩১৪

৪। সালাফী বুক সাপ্লাই

পাকুড়, ঝাড়খন্ড

অর্ডারের মাধ্যমে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক বই

পাইকারী ও খুচরো পাওয়া যায়। ৯৭৭৫৬৬৭৩২২

৫। আল হিলাল মিশন

ভাদ্রাইল, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর-৯৬০৯৮২২১৮০

৬। আহলে হাদীস জেনারেল লাইব্রেরী

শ্রীকুন্ড, সাহেবগঞ্জ, ঝাড়খন্ড। ৯৯৫৫১২২৭৬৫

৭। নিউ লাকি লেডিস টেলার্স

ঘুটিয়ারি, বাঁশড়া, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৯৭৩২৮৫৫০৯৩

9749795575 : কম্পোজার : 9593164314

দ্বীনি কম্পোজ সেন্টার (মোঃ আলাউদ্দিন সেখ)

এখানে বাংলা, আরবী, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজী ভাষাতে বই,

প্রশ্নপত্র, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি কম্পোজ করা হয় এবং

অর্ডার নিয়ে ছাপিয়ে দেওয়া হয়।

*** পুরাতন ডাকবাংলা মোড় * ধুলিয়ান * মুর্শিদাবাদ ***